গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mos.gov.bd

বিষয়ঃ অনিস্পন্ন বিষয় সম্পর্কিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	মোঃ রফিকুল ইসলাম অতিরিক্ত সচিব নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	ঃ	০২-০৪-২০১৭ খ্রিঃ।
সময়	ঃ	বেলা-১১.০০ ঘটিকা।
স্থান	ঃ	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা ঃ পরিশিষ্ট-ক।

আলোচনা ঃ

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) গত সভার সিদ্ধান্তসমূহ পাঠ করে শুনান এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) সহ দপ্তর/সংস্থার উপস্থিত সকল কর্মকর্তা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের মতামত পেশ করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ছক আকারে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

বিআইডব্লিউটিএঃ

ক্রঃমিঃ	বিষয়	সর্বশেষ বাস্তবায়ন	সভার সিদ্ধান্ত
১।	দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ঘাট/পয়েন্ট ইজারা নিয়ে স্থানীয় সরকার সংস্থার সাথে বিআইডব্লিউটিএ'র মধ্যকার বিরোধ নিরসণ প্রসঙ্গে।	বিআইডব্লিউটিএ নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন ঘাট/পয়েন্ট পরিচালনায় বিভিন্ন সংস্থার সাথে সৃষ্ট জটিলতা পরিহার/নিরসনকল্পে কর্তৃপক্ষ হতে ১৪/০৮/২০০৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ে সর্বপ্রথম পত্র প্রেরণ করা হয় এবং ২২/০৬/২০০৯ তারিখ তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়।২৭/০৫/২০০৮ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের নিমিত্ত অত্র দপ্তর হতে একটি নমুনা ডিও লেটার প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১০/০২/২০১০ তারিখে বিরোধপূর্ণ ঘাট/পয়েন্ট সমূহের বিরোধ নিস্পত্তির জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়। এ সকল ঘাটের বিরোধ নিরসনকল্পে ২৮/০৩/২০১০ তারিখে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৩/০৪/২০১১ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর আলোকে ২২/০৯/২০১১ তারিখে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়টি নিস্পত্তির লক্ষ্যে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	টিএ শাখা এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিবে।

		হতে বিভিন্ন স্থানে ঘাট/পয়েন্ট সমূহ সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য ৪ টি আলাদা-আলাদা দলে কমিটি গঠন করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ঘাট/পয়েন্ট ইজারা নিয়ে স্থানীয় সরকার সংস্থার সাথে বিআইডব্লিউটিএ'র মধ্যকার বিরোধ নিরসনের লক্ষ্যে ১৩/০৭/২০১৪ তারিখে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় পূর্বের ৪ টি কমিটির পরিবর্তে ০২(দুইটি) কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং আগামী ৩১/০৮/২০১৪ তারিখের মধ্যে সরজমিনে পরিদর্শন পূর্বক সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য কমিটিদ্বয়কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় গত ০৭-১২-২০১৪ তারিখে ০৪(চার)টি সাব কমিটি গঠন করে আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে মূল কমিটির আহ্বায়কের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কমিটির পরিদর্শন প্রতিবেদন এখনও পাওয়া যায়নি।	
২।	বিআইডব্লিউটি'এর চাঁদপুর নদী বন্দরের তীরভূমির (Foreshore) সীমানা ও জমির পরিমান নির্ধারন প্রসংগে।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব-১ এর সভাপতিত্বে ২৪-০৬-২০১২ তারিখ অনুষ্ঠিত অনিষ্পন্ন বিষয় সম্পর্কিত সভায় 'ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় আধা-সরকারী পত্র দিতে পারেন' মর্মে সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আধা-সরকারী পত্র প্রদান করা হলে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে- "বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক চাঁদপুর নদী বন্দরস্থ ৭৯.৬৮ একর ফোরশোর/তীরভূমি কি কাজে ব্যবহার করা হবে?" তা জনতে চাওয়া হয়। তদপ্রেক্ষিতে, **ফোরশোর ভূমি ব্যবহারের বিস্তারিত বিবরণসহ** চাঁদপুর নদী বন্দরের সুষ্ঠু ও নিরাপদ বন্দর কার্যক্রম পরিচালনা এবং বন্দর সীমানায় নদী তীরবর্তী এলাকায় গড়ে উঠা অবৈধ দখলদারকে উচ্ছেদ করার নিমিত্তে জরুরী ভিত্তিতে যৌথ জরিপের মাধ্যমে নির্ধারিত ৭৯.৬৮ একর তীরভূমি অত্র কর্তৃপক্ষের অনুকূলে হস্তান্তর, নবায়ন ও চুক্তিনামা সম্পাদনের জন্য ভূমি-মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানোর জন্য গত **২৬-০৯-২০১৩** তারিখে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উচ্ছেদ পূর্বক নতুনভাবে সার্ভে করে ফোরশোর /তীরভূমি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় হতে ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবরে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে। এতদ বিষয়ে গত ১৮-০৬-২০১৪ তারিখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানিয়ে অত্র কর্তৃপক্ষ হতে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ	টিএ শাখা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

		করা হয়। উক্ত পত্রের আলোকে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় হতে যৌথ জরিপকৃত ৭৯.৬৮ একর তীরভূমি বিআইডব্লিউটিএ'র অনুকূলে হস্তান্তরের বিষয়ে গত ১৯-০৬-২০১৪ তারিখে সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিনিয়ার সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিও পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত তথ্য সমূহ সরবরাহের জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় হতে গত ১৬-০৯-২০১৪ তারিখে বিআইডব্লিউটিএ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্য গত ১৩/১১/২০১৪ তারিখে প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে বিআইডব্লিউটিএ'র প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্বের ন্যায় জেলা প্রশাসন, চাঁদপুর ও বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক যৌথ জরীপ কাজ সম্পাদন ও যৌথ জরীপ ম্যাপ প্রস্তুতকরণের জন্য জেলা প্রশাসন, চাঁদপুরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় হতে সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবর গত ১৭/০৬/২০১৫ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	
৩।	''কক্সবাজার (কস্তরাঘাট)'' নদী বন্দরের তীরভূমির (Foreshore) বিআইডব্লিউটিএ'র অনুকূলে হস্তান্তর প্রসংগে।	''কক্সবাজার (কস্তরাঘাট)'' নদী বন্দরের তীরভূমির (Foreshore) বিআইডব্লিউটিএ'র অনুকূলে হস্তান্তর এর জন্য গত ২৪-১১-২০১৪ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে ৩-০৩-২০১৫ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়কে তাগিদ পত্র প্রদান করা হয়েছে। অদ্যাবধি এ বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম জানা যায়নি।	টিএ শাখা এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিবে।
বিআইডব্লিউটিসিঃ			
১।	বিআইডব্লিটিসি'র প্রবিধানমালা ও অর্গানোগ্রাম হালনাগাদ করণ	বিআইডব্লিউটিসি থেকে ৭৭৯২ জনবলের স্থলে ৪৪০১ জনবলের অর্গানোগ্রাম ও চাকুরী প্রবিধানমালা হালনাগাদ করণের বিষয়ে সর্বশেষ পুনগঠিত প্রস্তাব পাওয়ার পর অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর সভাপতিত্বে ২৩-১১-২০১৬ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিআইডব্লিউটিসি প্রস্তাব প্রেরণ করলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিআইডব্লিউটিসি হতে এখন পর্যন্ত পুনঃগঠিত প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।	প্রবিধানমালা ও অর্গানোগ্রাম হালনাগাদ সংক্রান্ত পুনঃগঠিত প্রস্তাব বিআইডব্লিউটিসি আগামী সভার পূর্বে সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করবে।
২।	ফেরি পরিচালনাকারী নাবিকদের নৈশভাতা ও উদ্দীপনা বোনাস ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রসঙ্গে।	আলোচ্য বিষয়ে অর্থ বিভাগের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলে ০৯-০৪-২০০৮ তারিখে অর্থ বিভাগ অডিট আপত্তিকৃত ৩,৬৬,১৮,৮৪৮/- টাকার মধ্যে ৩৩,০৫,৮৭৬/- টাকার ভুতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করে। পরবর্তীতে বিআইডব্লিটিসি অবশিষ্ট ৩,৩৩,১২,৯৯২/- টাকার ভুতাপেক্ষ অনুমোদনের জন্য পুনঃ অনুরোধ জানায়।	বিআইডব্লিউটিসি এ বিষয়ে হালনাগাদ প্রতিবেদন দিবে। প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর টিসি শাখা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

		সে প্রেক্ষিতে ১৫-১১-২০১০ তারিখ অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে অর্থ বিভাগ ৮টি বিষয়ে জানতে চায়। উক্ত Query সমূহের জবাবসহ গত ১৫-০৭-২০১২ তারিখে অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। ১৭-০৯-২০১২, ২৭-১২-২০১২, ২৪-০৩-২০১৩, ২৩-০৪-২০১৩ এবং ২০-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ অর্থ বিভাগকে তাগিদপত্র দেয়া হয়। বর্ণিত বিষয়ে ০৮-১০-২০১৩ ও ২১-০৯-২১৫ তারিখে মাননীয় নৌপরিবহন মন্ত্রী মাননীয় অর্থ মন্ত্রী বরাবর ডি.ও পত্র প্রেরণ করেন। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে এ বিষয়ে অদ্যবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি। ফেরি পরিচালনাকারী নাবিকদের নৈশভাতা ও উদ্দীপনা বোনাস ভূতাপেক্ষ অনুমোদন সংক্রান্ত পরবর্তী করণীয় সর্ম্পকে দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য ২৭-০৬-২০১৬ তারিখে নথি উপস্থাপন করা হয়। নথিতে নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ইতোপূর্বে অর্থ বিভাগে প্রেরিত কাগজপত্রাদি ও মাননীয় মন্ত্রীর উপানুষ্ঠানিক পত্রের ছায়ালিপি সংযুক্ত করে গত ২৮-০৬-২০১৬ তারিখে অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রয়াত্ত্ব প্রতিষ্ঠান শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ থেকে মতামত পাওয়া গেলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	
৩।	বিআইডব্লিউটিসি'র ফেরি সেক্টরে ৮মাসে বাড়তি জ্বালানী খরচ সাড়ে ০৬ (ছয়) কোটি টাকা শিরোনামে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ প্রসঙ্গে।	বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক ফেরিতে ০৮ মাসে বাড়তি জ্বালানী খরচ সাড়ে ০৬ (ছয়) কোটি টাকা শিরোনামে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় গত ১১.০৭.২০১১ তারিখে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। উক্ত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির তদন্ত রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ের নিকট গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় মন্ত্রণালয় হতে প্রাক্তন উপসচিব (বাজেট) জনাব মোঃ এনামূল হক এর নেতৃত্বে ০৩ (তিন) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি তদন্ত শেষে প্রতিবেদন পেশ করে। প্রতিবেদনটি মন্ত্রণালয়ের নিকট সন্তোষজনক না হওয়ায় বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রাক্তন পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) জনাব নজরুল ইসলাম খান এর নেতৃত্বে ০৩ (তিন) সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি তদন্ত শেষে প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত প্রতিবেদনে তেল বন্টন ও ব্যবহার প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়ী করা হয়। কিন্তু তাদের নাম সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়নি। দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় হতে বিআইডব্লিউটিসি কে বারংবার তাগিদ দেয়ার পর বিআইডব্লিউটিসি	বিআইডব্লিউটিসি আগামী আগামী সভার পূর্বে দায়ী ব্যক্তিদের নামসহ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি এর ব্যক্তিগত দৃষ্টি দেয়ার জন্যও অনুরোধ করা হলো।

		একটি জবাব প্রেরণ করে। উক্ত জবাবে বলা হয় যে, দায়ী ব্যক্তিগণ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত না হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব নয়। এরপর সর্বশেষ তদন্ত রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী To the Point জবাব প্রেরণের জন্য বিআইডব্লিউটিসিকে মন্ত্রণালয় হতে পত্র ও তাগিদ প্রেরণ করা হয়েছে।	
৪।	রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ উপজেলার সামনে বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক স্থাপিত ভেহিক্যাল ডিজিটাল ওয়েব্রিজ স্কেল সংক্রান্ত বিষয়ে জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ।	রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ উপজেলার সামনে বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক স্থাপিত ভেহিক্যাল ডিজিটাল ওয়েব্রিজ স্কেল সংক্রান্ত বিষয়ে জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণের জন্য বিআইডব্লিউটিসিকে গত ০৩-০৩-২০১৫ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে পর পর কয়েকটি তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। বিআইডব্লিউটিসি হতে সম্প্রতি জবাব প্রেরণ করা হয়েছে, যা মন্ত্রণালয়ের নিকট সন্তোষজনক হয়নি। আরও তথ্য যেমন ঐ সময় কতগুলি ট্রাকের ওজোন নেয়া হয়েছে, অভারলোডেড ট্রাকের সংখ্যা কত ছিল, কত হারে কত টাকা আদায় হয়েছে, সরকারি কোষাগারে কত জমা পড়েছে, ইত্যাদি তথ্যাদি প্রদানের জন্য বলা হয়েছে। তথ্যাদি এখনো পাওয়া যায়নি।	বিআইডব্লিউটিসি আগামী সভার পূর্বে এ বিষয়ে প্রতিবেদন/জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।
চবক			
১।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বালক ও বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য ১১টি শিক্ষক/শিক্ষিকা পদসহ লাইব্রেরিয়ানের একটি নতুন পদ সৃজনের জন্য সরকারী অনুমোদন জ্ঞাপনের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সম্বলিত অত্র দপ্তরের পত্র নং পরিঃ(প্রঃ)/কল্যান/উবি/পদ সৃজন/৬৫/২৮৩ তারিখ ১০-৫-২০১২ মূলে নৌপম তে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য অত্র দপ্তরের পত্র নং ২৬৫ তারিখ ২৮-৪-২০১৩ মূলে সচিব, নৌপম-কে অনুরোধ করা হয় । পরবর্তীতে নৌপম এর পত্র নং ৩২৯ তারিখ ২৮-০৫-২০১৩ মূলে চাহিত তথ্যাদির ভিত্তিতে অত্র দপ্তরের পত্র নং-পরি(প্রঃ)/কল্যান/উবি/পদসৃজন /৬৫/ ৩৯৪ তারিখ ১৮/০৭/২০১৩ মূলে নৌপমে প্রেরন করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি সরকারী অনুমোদন পাওয়া যায়নি। বিষয়টি দ্রুততর করার জন্য অত্র দপ্তরের পত্র নং-পরি(প্রঃ)/ কল্যাণ/ উবি/পদসৃজন/ ৬৫/ ৬০১তারিখ-০৫/১১/২০১৪ মূলে নৌপমে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে নৌপমের ২৩-৬-২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে চাহিত চেকলিষ্ট মোতাবেক অত্র দপ্তরের পরিঃ(প্রঃ)/কল্যান/উবি/পদ সৃজন/৬৫/৩৬২ তারিখ ১৪-০৭-২০১৫ মুলে নৌপমতে পত্র প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে নৌপম এর পত্র নং-১৮.০১৬.০১৫.০০.০০.০০৫. ২০১২(অংশ-১)-২০ তারিখ ঃ ২১-০১-২০১৬ ইং মূলে চবক	গত ১২-০৬-২০১৬ ইং তারিখে নৌপমের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সন্নিবেশিত করে নৌপমে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে (সংযুক্তি সহ)। নৌপম সূত্রে জানা যায় বিষয়টি বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পরিঃ(প্রঃ)/সং/কল্যান/চবক বিদ্যালয় একাদশ শ্রেণী/১৮৫ (লুজ)/৮০৪ তারিখঃ ২৬-১২-২০১৬ইং পত্র মূলে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে ডিও লেটার প্রেরণ করা হয়েছে।	বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চলমান রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

	কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চেকলিষ্ট মোতাবেক পূর্ণাঙ্গ তথ্য সহ পরিঃ(প্রঃ)/কল্যান/উবি/পদ সৃজন/৬৫/৩৩৮, তারিখঃ ১২-০৬-২০১৬ মূলে নৌপমে প্রেরণ করা হয়। পরিঃ(প্রঃ)/সং/কল্যান/চবক বিদ্যালয় একাদশ শ্রেণী/১৮৫ (লুজ)/৮০৪ তারিখঃ ২৬-১২-২০১৬ ইং পত্র মূলে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে ডিও লেটার প্রেরণ করা হয়েছে।		
২।	বন্দর এলাকায় তৈলাক্ত বর্জ্য ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তথা বন্দরের পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ইউনিট পরিচালনার বিপরীতে নতুন পদ সৃজনের জন্য অত্র দপ্তরের ১ম পত্র নং-ডিসি/১১শ(১২৮)/পার্ট-১/১০/৩৬৫তারিখ-২৬/০৭/২০১১ মূলে ১৫ ক্যাটগরীর ৫৪ টি পদ রাজস্বখাতে স্থায়ীভাবে সৃজনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব করা হয়। নৌপমের সর্বশেষ পত্র নং-২২৪ তারিখ-১১/০৪/২০১৩ মূলে যাচিত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। নৌপম এর পত্র নং-১৮.০১৬.০১৫.০০.০০৩.২০১১-১৩৫৯ তারিখ-১৪/১২/২০১৪ মূলে যাচিত তথ্যাদি এর চবক পত্র নং-ডিসি/১১শ(১২৮)/পার্ট-১/১০/৪২৪ তারিখ-১৭/০৮/২০১৫এর মাধ্যমে নৌপমতে প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে নৌপম এর পত্র নং- ১৮.০১৬. ০১৫. ০০. ০০. ০০৩. ২০১১-৭৪ তারিখ ঃ ১৪-০৩-২০১৬ মূলে উক্ত পদগুলি অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনের চবক এর প্রস্তাব দুইটি একিভূত করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণ করার অনুরোধ করা হয়। চবক এর সর্বশেষ পত্র নং-ডিসি/১১শ(১২৮)পার্ট-১/১০/৫০৭ তারিখ ঃ ১৪-০৮-২০১৬ মূলে প্রস্তাব দুইটি একীভুত করে নৌপমে প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে নৌপম এর পত্র নং-১৮.০১৬. ০১৫. ০০. ০০. ০০৩. ২০১১-৩০৫ তারিখ ঃ ২১-০৯-২০১৬ এর মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্য পূর্ণাঙ্গভাবে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে প্রস্তাব দুটি একীভূত করে একটি পূর্নাঙ্গ প্রস্ড্রাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে চাহিত তথ্যাদি চবক এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের স্বাক্ষর সহ ১২/১২/২০১৬ তারিখের পত্র নং- ডিসি/১১০০(১২৮)/পার্ট-১/১০/৭৬৮ এর মাধ্যমে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। নৌপম এর পত্র নং-১৮.০০.০০০০.০২১.১৫.০১৬.১৭-২১, তারিখঃ ১০-০১-২০১৭ ইং মোতাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে একীভুত প্রস্তাব প্রেরণের অনুরোধ করা হয়।	বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের শাখা পর্যায়ে চলমান রয়েছে।	এ বিষয়টি শাখা হতে দ্রুত ব্যবস্থা নিবেন।
৩।	চবক বোর্ডের ১৩/১২/২০১০ তারিখের ১৩৩৬২ নং সিদ্ধান্ড় মূলে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সংগৃহীত Garbage Reception Vessel–1(Bay Cleaner-1) and Oily Wsate Reception Vessel–2(Bay Cleaner-2) এর জাহাজদ্বয় পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে ৫+৫=১০ ক্যাটাগরী ২২+২২=৪৪টি নতুন পদ রাজস্বখাতে অস্হায়ীভাবে সৃজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নৌপম এর ২৯-০৩-২০১২ তারিখের পত্রে চাহিত তথ্যাদির ভিত্তিতে পত্র প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয় । এ ব্যাপারে চাহিত তথ্যাদির ভিত্তিতে অত্র দপ্তরের পত্র নং ডিসি/ইসি/বে-ক্লীনার-১/৫৪৫ তারিখ ৮-১০-২০১২ মূলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের শাখা পর্যায়ে চলমান রয়েছে।	এ বিষয়টি শাখা হতে দ্রুত ব্যবস্থা নিবেন।

	করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ২৮/০৯/২০১৪ তারিখে সচিব (স ও ব্য) মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে নৌপমের পত্র নং-১৮.০১৬.০১৫.০০.০০.০০২.২০১১-৬৪৬ তারিখ-০৯/১২/২০১৪ মূলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি অত্র দপ্তরের পত্র নং- ডিসি/ইসি/বে-ক্লীনার-১/৪২৮, তাঃ ১৮/০৮/২০১৫ মূলে নৌপমে প্রেরন করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে নৌপম এর পত্র নং-১৮.০১৬.০১৫.০০.০০.০০৩.২০১১-৭৪ তারিখ ঃ ১৪-০৩-২০১৬ উক্ত পদগুলি অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনের জন্য চবক এর প্রস্তাব দুইটি একিভূত করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণ করার অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে নৌপম এর পত্র নং-১৮.০১৬.০১৫.০০.০০.০০৩.২০১১-৩০৫ তারিখ ঃ ২১-০৯-২০১৬ এর মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্য পূর্নাঙ্গ ভাবে প্রেরণের নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে প্রস্তাব দুটি একীভূত করে একটি পূর্নাঙ্গ প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে চাহিত তথ্যাদি চবক এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের স্বাক্ষর সহ ১২/১২/২০১৬ তারিখে পত্র নং-ডিসি/১১০০(১২৮)/পার্ট-১/১০/৭৬৮ এর মাধ্যমে নৌপম-তে প্রেরণ করা হয়েছে। নৌপম এর পত্র নং-১৮.০০.০০০০.০২১.১৫.০১৬.১৭-২১, তারিখ:১০-০১-২০১৭ ইং মোতাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে একীভুত প্রস্তাব প্রেরণের অনুরোধ করেন।		
৪।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ঢাকাস্থ আইসিডির জন্য বছর বছর সংরক্ষণের শর্তে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের ১০/৭/২০০০ তারিখের পত্র নং- নৌপম/চবশা /১ পদ -৩/৯৪-২১৭ মূলে ১০ ক্যাটাগরীর ১৩টি পদ সৃজনাদেশ প্রদান করা হয় । এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে যাচিত তথ্যাদি চাওয়া হলে তদভিত্তিতে তথ্য সমেত পত্র সচিব নৌপম বরাবরে প্রেরণ করা হয় । সৃজনাদেশ থেকে প্রায় সুদীর্ঘ ১৩ বৎসর অতিবাহিত হলেও বছর ওয়ারী পদগুলো সংরক্ষণ করা হয়নি । ঢাকাস্থ আইসিডির কর্মকান্ড সচল রাখার স্বার্থে ১০/৭/২০০০ হতে ৩১/৫/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ভূতাপেক্ষ সংরক্ষণ সহ ১/৬/২০১৩ হতে ৩১/৫/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত নিয়মিত সংরক্ষণ জরুরী হয়ে পড়েছে। পরবর্তীতে অত্র দপ্তরের পত্র নং- এডমিন/ পারসোনেল /আইসিডি/ ১০২৩/১(লুজ)/১৩০ তারিখ ০৬/০৩/২০১৪ মূলে উহা নৌপমে প্রেরন করা হয়। ০৪/০৮/২০১৪ তারিখের নৌপমের পত্র নং-নৌপম/চবশা/১ পদ-৩/৯৪-৪০৫ মূলে পদগুলোর মেয়াদ ১০/০৭/২০০০ হতে ৩১/০৫/২০১৪ পর্যন্ত ভূতাপেক্ষ এবং ০১/০৬/২০১৪ হতে ৩১/০৫/২০১৫ পর্যন্ত নিয়মিত সংরক্ষনের সম্মতি প্রদানের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কে অনুরোধ করে চবক তে অনুলিপি প্রদান করা হয়। ০৭/১২/২০১৪ তারিখের নৌপমের পত্র নং-৬৩৯ তে উল্লেখ করা হয় যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২১/১০/২০১৪ তারিখের ৩৩৪ নং স্মারকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্মতি প্রদান করায় পরবর্তীতে সিনিয়র সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি চেয়ে চবক কে অবহিত করা হয়। সর্বশেষ অর্থ মন্ত্রণালয় অস্হায়ীভাবে পদ সৃষ্টির শর্তানুসারে বিগত ২০০১	বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের শাখা পর্যায়ে চলমান রয়েছে।	এ বিষয়টি শাখা হতে দ্রুত ব্যবস্থা নিবেন।

	হতে হালনাগাদ পর্যন্ত প্রতি বছরে সংস্হার আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণীসহ পদগুলির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। নৌপম বিষয়টি পত্র নং- নৌপম/চবশা/১ পদ-৩/৯৪-৩৫৮, তারিখঃ ০৭-১০-২০১৫এর মাধ্যমে চবক-কে অবহিত করে। চবক এর সর্বশেষ পত্র নং-এডমিন/পারসোনেল/আইসিডি/১০২৩/১(লূজ)/১০৮ তারিখ ঃ২৫-০২-২০১৬ মূলে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ নৌপম এর পত্র নং-নৌপম/চবশা/১পদ-৩/৯৪-২২১, তারিখঃ ১২/০৭/২০১৬ ইং মূলে চবক এর ঢাকাস্থ আইসিডির জন্য ১৩টি স্থায়ী পদ করার লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পদ স্থায়ী করণের চেকলিষ্ট মোতাবেক প্রস্তাব প্রেরণের অনুরোধ করা হয়েছে। এডমিন/পারসোনেল/আইসিডি/১০২৩/১-লূজ/৮০৫ তারিখ ঃ ২৬-১২-২০১৬ইং পত্র মূলে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।		
৫।	চবক এ বিদ্যমান হাসপাতালকে ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীত করণের নিমিত্তে ১৪ ক্যাটাগরীর ৫৯টি নতুন পদ সৃজনের জন্য অত্র দপ্তরের ৩-৫-২০১২ তারিখের পত্র নং-মেড/ই/জি/৩/লুজ-১/ ২৬৮ মূলে নৌমপ এ পত্র প্রেরণ করা হয় । বর্তমানে হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। রোগীদের তুলনায় ডাক্তারের সংখ্যা অপ্রতুল। চবক হাসপাতালের চিকিৎসা সেবার মান অক্ষুন্ন রাখতে প্রস্তাবিত পদ সমূহ জরুরী ভিত্তিতে সৃজনের জন্য সরকারী অনুমোদন দরকার। পরবর্তীতে নৌপম এর পত্র নং-১৮.০১৬ .০১৫.০০.০০.০০৪.২০১২-৩০৫ তারিখ ০৫/০৬/২০১৪ মূলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যাচিত তথ্যাদির আলোকে প্রেরনের জন্য অনুরোধ করা হয়। অত্র দপ্তরের পত্র নং-মেড/ ই/জি/৩ (লুজ-১)/৫৪৮তারিখ-১৩/১০/২০১৪ মূলে নৌপমে প্রেরণ করা হয়। নৌপমের পত্র নং-১৮.০১৬.০১৫.০০.০০.০০৪.২০১২-৬২০ তারিখ-১১/১১/২০১৪ ইং মূলে পদগুলো সৃজনের বিষয়ে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রস্তাব তৈরী করে সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বরাবরে প্রেরণ করে চবক কে অনুলিপি প্রদান করা হয়। সর্বশেষ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পত্র নং ০৫.১৫৮.০১৫.০৩.০০.০৩৪.২০১৩-৩০, তাঃ ২১-০১-২০১৫ ইং নতুন করে কিছু তথ্য চাওয়া হয়, যা নৌপম এর পত্র নং- ১৮.০১৬.০১৫. ০০.০০.০০৪.২০১২-৭৬ তাঃ ০৫-০২-২০১৫ মাধ্যমে চবক-কে জানানো হয়। অত্র দপ্তরের পত্র নং-মেড/ই/জি/৩(লুজ-১)/৩৬৪, তারিখ-১৪/০৭/২০১৫ মূলে চাহিত তথ্যাদি নৌপমতে প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে নৌপম এর পত্র নং-১৮.০১৬.০১৫.০০.০০.০০৩.২০১২-১০ তারিখ ঃ ১২-০১-২০১৬ মূলে প্রস্তাবিত পদ সহ সৃজনকৃত পদ মূল অর্গোনোগ্রাম এ অন্তর্ভুক্ত করে প্রেরণ করার অনুরোধ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে পত্র নং-মেড/ই/জি/৩(লুজ-১)/৩৪৭,তারিখঃ১৫/০৬/২০১৬ তারিখে তথ্যসহ নৌপম-তে প্রেরণ করা হয়েছে।	নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন। গত ১৫/০৬/২০১৬ ইং তারিখে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্য মতে প্রেরণ করা হয়েছে।	ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
৬।	চট্টগ্রাম বন্দর জলসীমা এবং উপকুলীয় সাগর পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রনের জন্য স্থাপিত Environment Management unit (EMU) পরিচালনার জন্য প্রণীত Draft Regulation Ges Schedule Of Charges অনুযায়ী	বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের শাখা পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন।	এ বিষয়ে শাখা দ্রুত ব্যবস্থা নিবে।

	বন্দরের চার্জ আদায় করার নিমিত্তে সর্বশেষ পত্র নং-ডিসি/১১-শ(১৩৮)/১০ তারিখ-১৮/০৬/২০১৩ মূলে যাচিত তথ্যাদির আলোকে সচিব, নৌপম এর বরাবরে পত্র প্রেরন করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নৌপম এর পত্র নং-৩৮১ তারিখ ১৬/০৬/২০১৩ মূলে গত ২০/০৬/২০১৩ তারিখে সচিব/নৌপম এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় EMU পরিচালনার জন্য প্রণীত Regulation Ges Tariff Schedule চূড়ান্তভাবে সরকারী অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত অন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য নৌপম কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। নৌপম এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ট্যারিফটি রিভিউ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি অনুমোদনের জন্য অত্র দপ্তরের পত্র নং- ডিসি/১১শ(১৩৮)/১০/১২৭৪ তারিখ ২২/৪/২০১৪ মূলে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে নৌপম এর পত্র নং ১৮.০১৬.০১৫. ০০.০০.০০২.২০১১-৩৫৬ তারিখ-৩০/০৬/২০১৪ মূলে উল্লেখিত বিষয়ে অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবরে পত্র প্রেরণ করে চবক কে অনুলিপি প্রদান করা হয়। ১৪/১০/২০১৪ তারিখে নৌপমের পত্র নং-৫৬৫ মূলে (EMU) Regulation টি বাংলা ভাষা প্রণয়ন করে সরকারী গেজেট জারীর পর তা ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। নৌপম এর পত্র নং-১৮.০১৬.০১৫.০০.০০.০০২.২০১১-৪৮ তারিখ-২১/০১/২০১৫ মূলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুলিপিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনাপত্তি জ্ঞাপন করতঃ প্রস্তাবটি কার্যকরীকরণ সংক্রান্ত আদেশ/ পরিপত্র/প্রজ্ঞাপন এর কপি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। পত্র নং ডিসি-১১শ(৯১)/-৯২, তারিখ ১২-০২-২০১৭ ইং তারিখ মোতাবেক নৌপম তে প্রেরণ করা হবে।		
৭।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের বালক ও বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী চালু করার নিমিত্তে অত্র দপ্তরের পত্র নং-২৪৮ তাং-১৫/০৪/২০১৩ মূলে অনুমতি চাওয়া হলে নৌপম এর পত্র নং-১৮.০১৬.০১৫.০০.০০.০০৫.২০১২-৩৭২ তারিখ ১১/০৬/২০১৩ মূলে কলেজদ্বয় চালু করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুমতি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে কলেজদ্বয় পরিচালনার জন্য ১৩ ক্যাটাগরীর ৬৮ টি নতুন পদ সৃজনের জন্য অত্র দপ্তরের পত্র নং-পরিঃ(প্রঃ)/কল্যান/চবক বিদ্যালয় একাদশ শ্রেণী/১৮৫(লুজ)/৩৮১ তারিখ-১১/০৭/২০১৩ মুলে নৌপমে পত্র প্রেরন করা হয়। নৌপম এর সিনিয়র সহকারী সচিব, বেগম ফারহানা ইসলাম ২৬/০৮/২০১৩ তারিখ চবক তে আগমন পূর্বক কলেজদ্বয় সরেজমিনে পরিদর্শন শেষে কতিপয় তথ্য প্রেরনের জন্য অনুরোধ করেন। তদপ্রেক্ষিতে পত্র নং-পরিঃ(প্রঃ)/কল্যান/চবক বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণী/১৮৫(লুজ)/৪৯৩ তারিখ ২৫/০৯/২০১৩ মূলে তৎসংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সমেত নৌপমে পত্র প্রেরন করা হয়। পরবর্তীতে নৌপম এর স্মারক নং- ৬১৭ তারিখ ১০/১১/২০১৪ মূলে যাচিত তথ্যাদির আলোকে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলে অত্র দপ্তরের পত্র নং-পরিঃ(প্রঃ)/কল্যান/চবক বিদ্যালয় একাদশ শ্রেণী/১৮৫(লুজ)/৩৬ তারিখ ১৯/০১/২০১৫ মূলে নৌপমে প্রেরন করা হয়েছে। সর্বশেষ ৩০-০৪-২০১৫খ্রিঃ নৌপম এর	ডিও উপস্থাপনের জন্য বলা হলো। ইতোমধ্যে ডিও পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	এ বিষয়টি শাখা হতে দ্রুত ব্যবস্থা নিবেন।

	পত্র নং-১৮.০১৬.০১৫.০০.০০.০০৫. ২০১২-১৮৬ এর মাধ্যমে প্রতিটি পদের যৌক্তিকতা পরীক্ষাপূর্বক সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের জন্য বলা হয়। চবক এর পত্র নং - পরি(প্রঃ)/কল্যাণ/চবক বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণী /১৮৫(লুজ)-২৭২, তারিখঃ ৩১-০৫-২০১৫ইং এর মাধ্যমে যাচিত তথ্যদি নৌপমতে প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে নৌপম এর পত্র নং-১৮.০১৬.০১৫.০০. ০০.০০৫.২০১২(অংশ-৩) -১৯ তারিখ ঃ ২১-০১-২০১৬ইং পত্র মূলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যথাযথ প্রস্তাব প্রেরণের অনুরোধ জানান হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চেকলিষ্ট অনুযায়ী পরি(প্রঃ)/কল্যাণ/চবক বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণী /১৮৫(লুজ)/২৯০, তারিখঃ ২২-০৫-২০১৬ তারিখ নৌপমতে পত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ পত্র নং- পরি(প্রঃ)/কল্যাণ/চবক বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণী /১৮৫(লুজ)- ৫১৯, তারিখঃ ১৮-০৮-২০১৬ইং মোতাবেক তা নৌপম কে জানানো হয়। পরিঃ(প্রঃ)/সং/কল্যান/চবক বিদ্যালয় একাদশ শ্রেণী/১৮৫ (লুজ)/৮০৪ তারিখঃ ২৬-১২-২০১৬ইং পত্র মূলে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে ডিও লেটার প্রেরণ করা হয়েছে।		
৮।	চবক বোর্ডের ১৪/০৭/২০১০ তারিখের সিদ্ধান্ত নং-১৩২৪৬ এর অনুচ্ছেদ-খ তে উল্লেখ রয়েছে যে, বর্তমানে বিদ্যুৎ ও যান্ত্রিক বিভাগের অধীন থেকে যান্ত্রিক শাখার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) এর অধীনে আলাদা করার প্রেক্ষিতে পরিচালক (বিওযা) এর পদ Redesignate করে প্রধান প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) এর অধীনে বিদ্যুৎ শাখাকে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে চালু করার অনুমোদন চেয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাই এ ব্যাপারে সরকারী অনুমোদনের জন্য অত্র দপ্তরের পত্র নং-প্রশা/সং/মঃঅঃবিঃ/ ২৩৬৩/ ১ (অংশ-১)/৩৬৫ তারিখ- ২০/০৬/২০১২ মূলে নৌপমে প্রেরণ করা হয়। বিষয়টি ত্বরানিত করার জন্য অত্র দপ্তরের পত্র নং-পরি(প্রঃ)/সং/পদবী পরিঃ/২৬৯২/১/৬০০ তারিখ-০৫/১১/২০১৪ মূলে নৌপমে প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি সরকারী অনুমোদন পাওয়া যায়নি। চবক এর সর্বশেষ পত্র নং-উপ্রপ্র(বিদ্যুৎ)/অঃনিঃ/তথ্য/১/সং/৭২৫ তারিখ ঃ১৫-০৩-২০১৬ইং মূলে নৌপমএ পত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ নৌপম এর পত্র নং-১৮.০০.০০০০. ০২১.১৫.০১৩.১৬-১৮১, তারিখঃ০৫/০৬/২০১৬ এর মাধ্যমে তথ্যাদি প্রেরণের অনুরোধ করা হয। তদপ্রেক্ষিতে পত্র নং-চবক/উপ্রপ্র(বি)/অঃনিঃ/তথ্য/১/সং/৭৮৮, তারিখঃ ১৬/১১/২০১৬ এর মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক তথ্যাদিসহ নৌপম তে প্রেরণ করা হয়েছে। নৌপম এর পত্র নং-১৮.০০.০০০০.০২১.১৫.০১৩.১৬, তারিখঃ১৬-০১-২০১৭ইং মূলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ছক মোতাবেক তথ্য প্রেরণের অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে চবক/উপ্রপ্র/বি/অঃনিঃ/তথ্য/১সং/৮৯২ তারিখঃ ০১-০৩-২০১৭ নৌপমতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের শাখা পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	এ বিষয়টি শাখা হতে দ্রুত ব্যবস্থা নিবেন।
৯।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য একটি আইন কর্মকর্তার নতুন পদ সৃজনের জন্য সরকারি অনুমোদনের নিমিত্তে অত্র দপ্তরের পত্র নং-পরি(প্রঃ/সং/আঃকঃপঃ/সৃজন/২৭২০/১/৩৬৯ তারিখ ঃ	বিষয়টি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।	এ বিষয়টি শাখা হতে দ্রুত ব্যবস্থা নিবেন।

	২৩-০৭-২০১৫ মূলে নৌপম তে প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে নৌপম এর পত্র নং-১৮.০১৬.১৫ .০০.০০.০০৭.২০১৩-৪৪ তারিখ ঃ ২২-০২-২০১৬ ইং পত্র মূলে চবক এর আইন কর্মকর্তার অধীনে কে বা কারা কাজ করবেন তা উল্লেখ পূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চেকলিস্ট যথাযথভাবে পূরণ করে পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের অনুরোধ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে নথি নং-পরি(প্রঃ)/সং/আঃকঃপঃ/সৃজন/২৭২০/১/৩৬৭ তারিখ ঃ ২৩-০৬-২০১৬ এর মাধ্যমে নৌপম-তে প্রেরণ পত্র করা হয়। সর্বশেষ নৌপম এর পত্র নং-১৮.০১৬.১৫.০০.০০.০০৭.২০১৩-৩১৬, তারিখঃ ২৮-০৯-২০১৬ ইং এর মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের তথ্যাদি প্রেরণের অনুরোধ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের পত্র নং- পরি(প্রঃ)/সং/আঃকঃপঃ/সৃজন/২৭২০/১/৭১২, তারিখঃ ২১-১১-২০১৬ মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যাদি মোতাবেক নৌপম তে প্রেরণ করা হয়।		
মোবক			
১।	বেসামরিক ক্ষেত্রে নার্সিং পেশায় নিয়োজিত ডিপ্লোমাধারীদের ৩য় শ্রেণী থেকে ২য় শ্রেণীতে উন্নীত করণ প্রসঙ্গে।	মোবকের হাসপাতালের নার্সদের ২য় শ্রেণিতে উন্নীতকরণের প্রস্তাব মোবক থেকে এখনও পাওয়া যায়নি। মোবক দ্রুত প্রস্তাব প্রেরণ করবে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের লক্ষ্যে অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে যৌক্তিকতাসহ এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব মোবকের চেয়ারম্যান মন্ত্রণালয়ের মোবক শাখায় প্রেরণ করবেন।
২।	মোংলাতে “বন্দর থানা” নামক একটি পৃথক থানা স্থাপন বিষয়ে।	মোংলা বন্দরে “বন্দর থানা” স্থাপনের জন্য অদ্যাবধি অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	চেয়ারম্যান, মোবক এ বিষয়ে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
৩।	রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত মোবকের অর্ন্তবর্তীকালীন কন্টেইনার হ্যান্ডলিং সমাপ্ত প্রকল্পের ৩০ টি পদ স্থায়ীকরণ।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অন্তবর্তীকালীন কন্টেইনার হ্যান্ডলিং সমাপ্ত প্রকল্পের রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত ২৩(তেইশ) টি পদের মধ্যে ০৪(চার) টি শুন্য পদ ব্যতিরেকে অবশিষ্ট ১৯(উনিশ) টি পদ কতিপয় শর্তে স্থায়ীকরণে সম্মতি জ্ঞাপন করে এ মন্ত্রণালয় ০৯/১১/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করে। এ মন্ত্রণালয় থেকে গত ০১/১২/২০১৬ তারিখ এ বিষয়ে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি জ্ঞাপনের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু এখনো জবাব পাওয়া যায়নি।	মোবক শাখা এ বিষয়ে অর্থ বিভাগে তাগিদপত্র দিবে।

৪।	মোবক এর শূন্য পদের ছাড়পত্র প্রদান এবং পদ সৃজন ও সংরক্ষণ প্রসঙ্গে।	বিভিন্ন সময় মোবকের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৮০টি শূন্য পদ পূরণের জন্য প্রতিবেদন চেয়ে এ মন্ত্রণালয় থেকে গত ০৭/১২/২০১৬ তারিখ চেয়ারম্যান, মোবককে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে কোন প্রতিবেদন এখনো পাওয়া যায়নি।	মোবক এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিবে।
বিএসসি			
১।	১৯৭৫ সালের আগস্ট ১৫ থেকে ১৯৭৯ সালের এপ্রিল ৯ পর্যন্ত এবং ১৯৮২ সালের মার্চ ২৪ থেকে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করার প্রস্তাব সংবলিত বিলসমূহ অনুমোদন।	এ বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
২।	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে মহাব্যবস্থাপক (আঞ্চলিক অফিস, নিউইয়র্ক) পদ বিলুপ্ত করে DPA (Designated Person Ashore) পদ সৃজন প্রসংগে।	এ বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
৩।	বিএসসি সরকারী বিধি-বিধান লঙ্ঘন করে অবৈধ পদোন্নতি, ঘুষ, দুর্নীতির রমরমা বাণিজ্যের অভিযোগ।	অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করার লক্ষ্যে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (টিসি-বিএসসি) জনাব মোঃ রেজাউল করিম-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	তদন্তকারী কর্মকর্তা আগামী সভার পূর্বেপ্রতিবেদন দাখিল করবেন।
জাহাজ			
১.	এম.ভি মিরাজ-৪ ও এম ভি শাথিল-১ এর দুর্ঘটনার জন্য দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	উক্ত নৌ দুর্ঘটনার জন্য মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক দায়ী সার্ভেয়ার ও রেজিষ্ট্রার জনাব মির্জা সাইফুর রহমান, জনাব মোঃ মুঈন উদ্দিন জুলফিকার, জনাব এ কে এম ফখরুল ইসলাম ও জনাব এস এম নাজমুল হক কে পুনরায় কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে। মির্জা সাইফুর রহমানের নিকট হতে জবাব পাওয়া গেছে। বর্তমানে বিভাগীয় মামলা চলমান রয়েছে।	এ বিষয়টি শাখা হতে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
২.	এম ভি জাবালে নূর জাহাজ ডুবে যাওয়ার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	উক্ত নৌ দুর্ঘটনার জন্য মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক দায়ী সার্ভেয়ার জনাব মোঃ মুঈন উদ্দিন জুলফিকার, জনাব এ কে এম ফখরুল ইসলাম ও মুখ্য পরিদর্শক (চঃ দাঃ) জনাব মোঃ শফিকুর রহমান কে পুনরায় কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে। জনাব মোঃ শফিকুর রহমানের নিকট হতে জবাব পাওয়া গেছে।	এ বিষয়টি শাখা হতে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
৩.	নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের নটিক্যাল সার্ভেয়ার ও এক্সামিনার ক্যাপ্টেন গিয়াস উদ্দিন এর বিরুদ্ধে পিএসসির ফরমে স্বাক্ষর জাল করে নিয়োগ প্রদান সংক্রান্ত অভিযোগ।	অভিযোগ তদন্ত করে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ রেজাউল করিমকে গত ১৭/০৮/২০১৬ তারিখের পত্রে অনুরোধ জানানো হয়েছে। অদ্যাবধি তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। বিষয়টি শাখা হতে দ্রুত নথিতে উপস্থাপন করার জন্য বলা হলো।	শাখা পর্যায়ে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য তাগিদ দিতে হবে।
৪.	নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার জনাব মোঃ মুঈন উদ্দিন জুলফিকারের বিরুদ্ধে পুরানো নৌযান এম,বি ড্রেজ বাংলা-৫৮ (এম-১৬৫০৮) এর নাম পরিবর্তন করে	তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে জনাব মোঃ মুঈন উদ্দিন জুলফিকার এর বিরুদ্ধে কেন বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না সে বিষয়ে কারণ দর্শানোর	বিভাগীয় মামলা রজু করা হয়েছে

	নতুন নির্মিত নৌযান হিসাবে এম.বি নিউ স্বপ্নচূড়া (এম-১৮৯২৪) এর নিবন্ধন ও সার্ভে সনদ প্রদান করার অভিযোগ।	নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি। বিষয়টি শাখা হতে দ্রুত নথিতে উপস্থাপন করার জন্য বলা হলো।	এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৫.	নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী ও জাহাজ জরিপকারক জনাব এ.কে.এম ফখরুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও বিপুল অর্থের বিনিময়ে ত্রুটিপূর্ণ নৌযানের অনুমোদনের অভিযোগ।	অভিযোগ তদন্ত করে মতমাতসহ প্রতিবেদন প্রদানের জন্য গত ২০/০৭/২০১৬ তারিখে অতিরিক্ত সচিব বেগম জিকরুর রেজা খানমকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। অদ্যাবধি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। এ বিষয়টি শাখা পর্যায়ে চলমান রয়েছে।	শাখা পর্যায়ে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য তাগিদ দিতে হবে।
৬.	নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার এন্ড এক্সামিনার জনাব এস,এম নাজমুল হকের বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং দুর্নীতি দমন কমিশন হতে প্রাপ্ত অভিযোগ।	অভিযোগ তদন্ত করে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলামকে গত ২৮/০৯/২০১৬ তারিখের পত্রে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। এ বিষয়টি শাখা পর্যায়ে চলমান রয়েছে।	শাখা পর্যায়ে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য তাগিদ দিতে হবে।
৭.	নাবিকদের সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা-২০১৪ প্রণয়ন।	নাবিকদের সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা ২০১৪ প্রণয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের মতামতের জন্য কয়েকবার তাগিদ প্রদান করা হলেও অদ্যাবধি মতামত পাওয়া যায়নি।	ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের শাখা পর্যায় থেকে তাগিদ দেয়া হয়েছে। পরিচালক নাবিক কল্যাণ পরিদপ্তরকে পত্র দিতে হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ে ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করবেন।
৮.	ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি গঠন সংক্রান্ত।	বাংলাদেশ ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি গঠনের লক্ষ্যে একটি সুস্পষ্ট কর্ম পরিকল্পনা প্রেরণের জন্য নৌপরিবহণ অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।	শাখা হতে দ্রুত ব্যবস্থা নিবেন।
৯.	জ্বালানী তৈলবাহী ট্যাংকার গাইড লাইন প্রণয়ন।	মন্ত্রণালয়ের গত ০২/১০/২০১৬ তারিখের পত্রে খসড়া গাইড লাইনের বিষয়ে ষ্টেক হোল্ডারদের মতামত চাওয়া হয়েছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মতামত পাওয়া গেছে।	শাখা থেকে দ্রুত নথি উপস্থাপন করার জন্য বলা হলো।

বিবিধঃ

(ক) সকল দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট প্রতিনিধিগণকে যথাসময়ে এ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(খ) প্রতিমাসের শেষ কর্মদিবসে দপ্তর/সংস্থার অনিষ্পন্ন বিষয়ক তথ্য সংশ্লিষ্ট শাখা পর্যায়ে এবং শাখা হতে সমন্বিত তথ্যাদি ০২ তারিখের মধ্যে প্রশাসন-১ শাখায় প্রেরণ করতে হবে।

(গ) এক মাসের অধিক যে, সমস্ত চিঠিপত্র পেন্ডিং থাকে সেগুলোকে অনিষ্পন্ন হিসেবে তালিকা প্রদানের জন্য নির্ধারিত হয়।

(ঘ) জাহাজ শাখার নাম পরিবর্তন করে (DOS) শাখা নামকরণ করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে নাম উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত
১১-০৪-২০১৭
(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

নং-১৮.০০.০০০০.০১৬.০৩.০০১.১৫(অংশ-২)-৭৪০ তারিখঃ ১৬-০৪-২০১৭ খ্রিঃ।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)ঃ

০১। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা
দৃঃআঃ জনাব জগন্নাথ দাস খোকন, উপ-সচিব/পরিচালক(প্রশাসন), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা
০২। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, বন্দর ভবন, চট্টগ্রাম
দৃঃআঃ সাদেকা বেগম, পরিচালক (প্রশাসন), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম
০৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা
দৃঃআঃ জনাব নুর মোহাম্মদ, উপ-সচিব (সং ও প্রঃ), বিআইডব্লিউটিসি, ঢাকা
০৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, কাওরান বাজার, ঢাকা
দৃঃ আঃ আমিনুল ইসলাম, উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা
০৫। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
দৃঃআঃ জনাব মোঃ আবুল বাসার, সচিব, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা
০৬। চেয়ারম্যান, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা, বাগেরহাট
দৃঃআঃ জনাব মোঃ নূরুল আলম, পরিচালক (প্রশাসন), মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা, বাগেরহাট
০৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম
দৃঃআঃ জনাব মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, সচিব, বিএসসি, চট্টগ্রাম
০৮। মহাপরিচালক, নৌ- পরিবহন অধিদপ্তর, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
দৃঃআঃ মোঃ আলমগীর খান, পরিচালক, নৌ- পরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা
০৯। চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা
দৃঃআঃ জনাব মুহাম্মদ রেজাউল কবীর, সচিব, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা
১০। কমানডেন্ট, মেরিন একাডেমী, জুলদিয়া, চট্টগ্রাম
দৃঃআঃ জনাব মোঃ আজিজুল হক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, মেরিন একাডেমী, চট্টগ্রাম
১১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গভীর সমুদ্র বন্দর সেল, ঢাকা
১২। অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম
দৃঃআঃ জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম
১৩। উপ-সচিব (সমন্বয় ও পাবক/ মোবক/ অডিট ও আইন/টিসি ও বিএসসি/চবক/টিএ/উপ-প্রধান (পরিকল্পনা), নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১৪। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (বাস্থবক/জাহাজ/প্রশা-২/পাবক/বিএসসি/বাজেট)/নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১৫। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (পরিঃ-১/২/৩/৪/৫)/প্রোগ্রামার, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

অনুলিপি ঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।
৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাণিজ্যিক/উন্নয়ন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।
৪। যুগ্ম-সচিব (আইন হালনাগাদকরণ/বাস্থবক ও মবক/চবক ও প্রশাসন/টিএ ও টাস্কফোর্স,চুক্তি/প্রটোকল/আইন ও অডিট/বাজেট/মেরিন ও এনএমআই/টিসি ও বিএসসি)/যুগ্ম-প্রধান(পরিঃ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।

স্বাক্ষরিত
১৬-০৪২০১৭
(এস এম শফিক)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)